প্রথম অধ্যায়

দর্শনের প্রকারভেদ সম্পর্কে

(Of The Different Species of philosophy)

১। হিউমের প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

হিউম তাঁর গ্রন্থ 'An Enquiry Concerning Human Understanding'-এর সুরুতে বলেছেন যে [1]নীতিদর্শন বা মানব প্রকৃতির বিজ্ঞানের (science of human nature) আলোচনা দু' রকম ভাবে করা যেতে পারে। এই দুই ধরনের আলোচনার, প্রতিটিরই রয়েছে নিজস্ব উৎকর্ষ এবং প্রতিটিই মনুষ্য জাতির চিত্ত-বিনোদনের ব্যাপারে, শিক্ষা এবং সংস্কার সাধনের বা সংশোধনের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব অবদান রেখে যেতে পারে। এক ধরনের দার্শনিক মানব প্রকৃতির আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাবেন যে, প্রধানতঃ কর্ম করার জন্যই মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে এবং মানুষ তার রুচি এবং আবেগ অনুযায়ী কোন একটা বস্তুকে অনুসরণ করে আবার কোনটাকে বর্জন করে। এই দার্শনিকবৃন্দ সততাকেই সবচেয়ে মূল্যবান বলে গণ্য করেন এবং তাকে অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরমভাবে চিত্রিত করেন। কাব্য এই ব্যাপারে তাঁদের সহায়তা করে। তাঁরা তাঁদের আলোচ্য বিষয়কে খুব সহজ এবং স্পষ্টভাবে আলোচনা করেন, এমনভাবে আলোচনা করেন যাতে তা মানুষের কল্পনাকে তৃপ্ত করার ব্যাপারে সবচেয়ে উপযোগী হয়। তাঁরা সাধারণ জীবন থেকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং দৃষ্টান্তগুলি নির্বাচন করেন, যথাযথ তুলনার উদ্দেশ্যে বিপরীত চরিত্রগুলিকে সঠিক স্থানে উপস্থাপিত করেন এবং সততাকে গৌরবময় ও উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করেন। সততার সুখের দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরে, সুযুক্তিপূর্ণ নীতি ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের সততার পথে চালিত করেন। এই সব দার্শনিকবৃন্দ সচেষ্ট হন যাতে আমরা পাপ ও পুণ্যের বা অসততা ও সততার মধ্যে যে পার্থক্য তা অনুভব করতে পারি। তাঁরা আমাদের অনুভূতি ও আবেগকে

এক শ্রেণীর দার্শনিকবৃন্দ সচেষ্ট হন মানুষকে কর্মশীল জীব বলে গণ্য করতে

Scanned by CamScanner

উদ্দীপিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁরা ন্যায়পরতা এবং যথার্থ সম্মানের প্রতি অনুরাগ আমাদের মনে জাগিয়ে তোলেন এবং তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের প্রচেষ্টার যে লক্ষ্য, তাকে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে লাভ করেছেন।

আর এক ধরনের দার্শনিক আছেন যাঁরা মানুষকে কর্মশীল জীব (active being) হিসাবে গণ্য না করে তাকে যুক্তিবাদী (reasonable) হিসাবে গণ্য করতে চান। তাঁরা মানুষের আচরণকে উন্নত করার তুলনায় তার বোধশক্তি গঠনে অর্থাৎ তার বোধশক্তির উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হন। তাঁরা মানুষের প্রকৃতিকে মননের বিষয়বস্তু বলে গণ্য করেন এবং সীমিত সমীক্ষার মাধ্যমে তার পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা কার্যের উদ্দেশ্য হল সেই সব নীতিগুলির অনুসন্ধান করা যেগুলি আমাদের বোধশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, আমাদের আবেগকে উদ্দীপিত করে এবং বিশেষ কোন বস্তু, ক্রিয়া বা আচরণকে অনুমোদন বা নিন্দা করার জন্য আমাদের প্রণোদিত করে।

আর এক শ্রেণীর দার্শনিকবৃন্দ মানুষকে মননশীল জীবরূপে গণ্য করেন

তাঁরা মনে করেন যে এটা সব সাহিত্যের পক্ষে একটা নিন্দার ব্যাপার যে, দর্শন এখনও পর্যন্ত সব রকম বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে নৈতিকতা, যুক্তি এবং সমালোচনার ভিত্তি কোথায় তা নিরূপণ করতে সক্ষম হয় নি। দর্শন শুধু সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব, পাপ এবং পুণ্য, সৌন্দর্য এবং অসঙ্গতির কথাই বলে চলেছে অথচ এদের মধ্যে যে পার্থক্য তার উৎস নির্ণয় করতে সক্ষম হয় নি।

এই সব দার্শনিকদের লক্ষ্য হল এই উৎস নিরূপণ করা এবং যখন এই কষ্টসাধ্য কাজে তাঁরা ব্রতী হন তখন কোন রকম অসুবিধাই তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে পারে না। বিশেষ দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে তাঁরা কতকগুলি সামান্য নিয়মে উপনীত হন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা সেখানেই থেমে যায় না। তাঁরা আরও ব্যাপকতর নিয়ম আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যেতে থাকেন

বিজ্ঞানের মৌলিক নিয়মকে জানার আগ্রহ

এবং সেই সব মৌলিক নিয়ম, যেগুলি প্রতিটি বিজ্ঞানে মানুষের কৌতূহলের সীমারেখা টেনে দেয়, সেগুলিকে না জানা পর্যন্ত তাঁরা সন্তোষ লাভ করেন না, যদিও তাঁদের চিন্তা বা মনন কার্য অমূর্ত (abstract) বলেই মনে হয় এবং সাধারণ পাঠকের কাছে মনে হয় অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য। তাঁদের লক্ষ্য পণ্ডিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের অনুমোদন লাভ করা এবং যদি তাঁরা কোন গোপন সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হন, যা উত্তরপুরুষদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন অবদান রেখে যেতে পারে, তাঁরা মনে করে, তাহলেই তাঁরা তাদের পরিশ্রমের জন্য যথাযথ ফললাভ করেছেন।

Scanned by CamScanner

উপরে যে দু'ধরনের দর্শনের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম ধরনের দর্শন হল 'সহজ এবং স্পষ্ট', (easy and obvious) এবং দ্বিতীয় ধরনের দর্শন হল 'যথাযথ এবং দুর্বোধ্য' (accurate and abtruse)। হিউম মনে করেন যে এটা সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যেতে পারে যে যথাযথ এবং দুর্বোধ্য দর্শনের তুলনায় অধিকাংশ লোক সহজ এবং স্পষ্ট দর্শনকেই অধিকতর পছন্দ করবেন এবং অনেকেই প্রথম ধরনের দর্শনকে দ্বিতীয় ধরনের দর্শনের তুলনায় শুধু যে অধিকতর চিত্তাকর্ষক বলে মনে করবেন তা নয়, তাকে অধিক প্রয়োজনীয় বলেও গণ্য করবেন। সহজ এবং স্পষ্ট দর্শনের সঙ্গে মানুষের সাধারণ জীবনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই দর্শন মানুষের হৃদয় এবং অনুভূতিকে গঠিত করে এবং মানুষকে কর্মপ্রেরণা দেয় যে সব নীতি, সেগুলির আলোচনা করে মানুষের আচরণের সংস্কার সাধন করে এবং যে পূর্ণতার আদর্শ এই দর্শন মানুষের কাছে তুলে ধরে, মানুষকে তার কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট হয়। অপর পক্ষে দুর্বোধ্য বা জটিল দর্শনের সঙ্গে মানুষের সাধারণ জীবনের এবং কর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এই দর্শনের নীতিগুলি মানুষের চরিত্র এবং আচরণের উপর তেমন কোন প্রভাব রেখে যেতে পারে না। আসলে এই দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি আমাদের মনকে কোনভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। হিউম বলেন, আমাদের হৃদয়ের অনুভূতি, আমাদের আবেগের উত্তেজনা, আমাদের অনুভূতির তীব্রতা এই দর্শনের সব সিদ্ধান্তকে মন থেকে মুছে দেয় এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী যে দার্শনিক তাকে পরিণত করে একজন সাধারণ ব্যক্তিতে।

দু'ধরনের দর্শন—সহজ ও স্পষ্ট এবং যথাযথ ও দুর্বোধ্য

সহজ এবং স্পষ্ট দর্শনের ও দুর্বোধ্য দর্শনের প্রকৃতি

এই দুই ধরনের দর্শনের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে হিউম একথাও স্বীকার করেজেন যে দুর্বোধ্য দর্শনের তুলনায় সহজ এবং স্পষ্ট দর্শন অনেক বেশী স্থায়ী এবং যথার্থ খ্যাতির অধিকারী হয়েছে। দুর্বোধ্য দার্শনিকবৃন্দ অর্থাৎ অমূর্ত যুক্তিবাদীরা যে খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন তা নেহাতই সাময়িক। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এই সব দার্শনিক, যাঁরা দুর্বোধ্য দর্শনের স্রষ্টা, সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে গিয়ে কখনও কখনও যে ভুল করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। ভুল করাটা তাঁদের পক্ষে একটা সহজ ব্যাপার। ভুলের নিয়ম হল, একটা ভুল অপর ভুলের জনক। এই দার্শনিকবৃন্দ সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের পথে যতই অগ্রসর হতে থাকেন ততই ভুলের পর ভুল করে যান এবং তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি খুব সাধারণ ধরনের না হলেও এবং সাধারণ মানুষের ধারণার বিরোধী হলেও, সেগুলিকে গ্রহণ করা থেকে তাঁরা বিরত হন না। কিন্তু সহজ এবং স্পষ্ট

দু' ধরনের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য

Scanned by CamScanner

দার্শনিক-এর উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষের অভিমতকেই সুন্দর এবং আকর্ষণীয়ভাবে চিত্রিত করা। যদি এই দার্শনিক আকস্মিকভাবে কোন ভুল করেন, তিনি আর অগ্রসর হন না। তিনি সাধারণ মানুষের বোধের কাছে এবং তাদের স্বাভাবিক আবেগের কাছে নতুন করে আবেদন জানিয়ে আবার সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিপদজনক কোন অলীক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত করে নিজের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করেন।

এই দুই ধরনের দর্শনের মধ্যে কোনটি বেশী জনপ্রিয় তার কথা বলতে গিয়ে হিউম বলেন যে সিসিরোর খ্যাতি এখনও অটুট, কিন্তু অ্যারিস্টটলের খ্যাতি একেবারেই লোপ পেয়েছে। সম্ভবতঃ লোকে বেশ আনন্দের সঙ্গেই এডিসনকে পাঠ করবে কিন্তু দার্শনিক লক চলে যাবে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতির অন্তরালে।

দুর্বোধ্য দর্শন সম্পর্কে হিউমের উপরিউক্ত বক্তব্যগুলি থেকে বেশ বোঝা যায় যে এই জাতীয় দর্শনের অসুবিধা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না, এমন নয়। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে নিছক দার্শনিক হলেন এমন একটি চরিত্র, যাকে জগতে খুব অল্প লোকই গ্রহণ করতে চায়। লোকে মনে করে সমাজের উপকার সাধন বা আনন্দদানের ব্যাপারে এঁর কোন অবদান নেই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এঁদের কোন যোগাযোগ নেই এবং এঁরা এমন সব নীতি এবং ধারণার কথা প্রকাশ করেন যেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে মোটেই বোধগম্য নয়। অমূর্ত যুক্তিতর্কের বিপদ সম্পর্কে হিউম সচেতন থাকলেও নিছক অজ্ঞতাকে তিনি সমর্থন করেন নি। তিনি মনে করেন নিছক দার্শনিকের তুলনায় নিছক অজ্ঞ ব্যক্তি আরও অধিক অবজ্ঞার বস্তু। আসলে হিউম মনে করেন যে দুর্বোধ্য দর্শন এবং সহজ ও স্পষ্ট দর্শন উভয়েরই মানুষের জীবনে প্রয়োজন রয়েছে। একটি অপরটির দোষ ত্রুটিকে দূর করতে পারে। একটি অপরটির পরিপূরক। হিউম বলেন 'তিনিই' সবচেয়ে নিখুঁত চরিত্র যিনি দুই চরমসীমার মাঝে অবস্থান করেন। একদিকে যেমন দেখা যায় বই, সঙ্গী এবং কাজের জন্য রয়েছে তার সামর্থ্য এবং রুচি, তেমনি তার কথাবার্তায় তিনি সেই বোধশক্তি এবং সূক্ষ্মতা রক্ষা করেন যা বিনম্র পাণ্ডিত্য থেকে উদ্ভূত এবং কাজের মধ্যে তিনি প্রকাশ করেন সেই নৈতিক দৃঢ়তা বা সাধুতা এবং সুনির্দিষ্টতা, যেগুলি যথার্থ দর্শনের স্বাভাবিক পরিণতি। হিউম মনে করেন এই রকম সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন চরিত্র অনুশীলনের জন্য সহজ ভাবে লেখা রচনা অনেক বেশী উপকারী ; যে সব রচনা জীবন থেকে খুব বেশী কিছু গ্রহণ করে না, যে রচনা অনুধাবনের জন্য মনকে গভীরভাবে

দুর্বোধ্য দর্শনের অসুবিধা সম্পর্কে হিউমের সচেতনতা

সহজ ও দুর্বোধ্য, উভয় দর্শনেরই মানুষের জীবনে প্রয়োজন আছে

Scanned by CamScanner

নিবিষ্ট করায় প্রয়োজন হয় না, অথচ জীবনের প্রতিটি অবস্থার পক্ষে প্রযোজ্য যে মহৎ আবেগ এবং জ্ঞানগর্ভ কর্মবিধি তার দ্বারা পরিপূর্ণ যে মনুষ্যজাতি তাদের মধ্যে ছাত্রকে পাঠিয়ে দেয়। এই ধরনের রচনার মাধ্যমে সততা হয়ে ওঠে মধুর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ, বিজ্ঞান হয়ে ওঠে চিত্তবিনোদনকারী, সঙ্গ হয়ে ওঠে শিক্ষাপ্রদ এবং অবসর সময় হয়ে ওঠে পরিতৃপ্তিকর।

দু' ধরনের দর্শনের মধ্যে কেন তিনি সমন্বয় সাধন করতে চান হিউম তাও আলোচনা করেছেন। এবং সেই আলোচনা থেকে জানা যাবে যে তাঁর এই সমন্বয় সাধন মানব প্রকৃতির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ হল যুক্তিবাদী জীব (reasonable being) এবং সেহেতু বিজ্ঞান থেকে সে তার খাদ্য এবং পুষ্টি গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষের বোধশক্তির সীমা-রেখা এতই সংকীর্ণ বা সীমিত যে এই ব্যাপারে সে খুব পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না। আবার মানুষ যেমন যুক্তিবাদী, তেমনি সামাজিক জীব। কিন্তু মানুষ সব সময় যে মনোরম এবং চিত্তকর্ষক সঙ্গ ভোগ করতে পারে বা তাদের জন্য যথাযথ উৎসাহকে ধরে রাখতে পারে, তা নয়। মানুষ আবার একজন কর্মশীল জীব এবং কর্মের প্রতি প্রবণতাবশতঃ, এবং মানুষের জীবনের নানারকম প্রয়োজনের জন্যও মানুষকে কোন বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু মানুষের মন চায় কিছু আনন্দ বা চিত্তবিনোদন, কাজেই সব সময়ই পরিশ্রম এবং উদ্বেগ নিয়ে সময় অতিবাহিত করতে পারে না। কাজেই মনে হয় প্রকৃতি মানুষের জন্য এক মিশ্র ধরণের জীবন অনুমোদন করেছেন যা মানুষের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। প্রকৃতি মানুষকে গোপনে ভৎর্সনা করেছেন যাতে মানুষ দুটির মধ্যে শুধু কোন একটির দিকে না ঝোঁকে, তাহলেই সে অপরটির পক্ষে হয়ে উঠবে অনুপযুক্ত। প্রকৃতি বিজ্ঞান চর্চা করতে মানা করে নি। কিন্তু সে বিজ্ঞান যেন মানবিক হয়। সেই বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের এবং কাজের যেন অপরোক্ষ সম্পর্ক থাকে। শুধু মাত্র অমূর্ত চিন্তনের অনুশীলনও প্রকৃতি অনুমোদন করে না, কেন না এই ধরনের চিন্তন থেকে উদ্ভূত হয় এক চিন্তাশীল বিষণ্ণতা, এক অন্তহীন অনিশ্চয়তা; **কাজেই দার্শনিক হলেও, সব দর্শনের মধ্যে মানুষকে মানুষ হতে হবে।** হিউমের বক্তব্য হল বিজ্ঞান এবং অমূর্ত চিন্তনের পরিপূরক হবে জীবনের মানবিক এবং সামাজিক-দিক। নিখুঁত চরিত্রের ব্যক্তিকে বিষণ্ণ দার্শনিক এবং অজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তি—এই দুই চরম সীমাকে এড়িয়ে, দুই-এর মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করতে হবে।

দু'ধরনের দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন কেন ?

দুই চরম সীমাকে এড়িয়ে মধ্যপন্থা অনুসরণ

Scanned by CamScanner

হিউম বলেন যদি অধিকাংশ লোক দুর্বোধ্য দর্শনের প্রতি কোন নিন্দা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করে, দুর্বোধ্য দর্শনের তুলনায় সহজ ও স্পষ্ট দর্শনকে বেশী পছন্দ করে, তাহলে বলার কি থাকতে পারে? কারণ প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই কোন বাধার সৃষ্টি না করে তার নিজ রুচি এবং ইচ্ছা অনুসারে তাকে কোন কিছু অনুশীলন করার সুযোগ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই থেমে থাকে না, এরা সব রকম অমূর্ত সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক বর্জন করার জন্য প্রয়াসী হয়। সোজা কথায়, এরা সাধারণতঃ যাকে অধিবিদ্যা বলে তাকে বাতিল করতে চায়; কিন্তু অধিবিদ্যার পক্ষে কি কিছু বলার নেই?

অধিবিদ্যার প্রতি বীতরাগ

হিউমের মতে যথাযথ এবং অমূর্ত দর্শনের একটা মস্ত সুবিধা হল এই যে, এই দর্শন স্পষ্ট এবং সহজ দর্শনের সুনিশ্চিত ভিত্তি যুগিয়ে দেবার পক্ষে উপযোগী। যথাযথ এবং অমূর্ত দর্শনকে বাদ দিয়ে স্পষ্ট এবং সহজ দর্শন তার বক্তব্য এবং যুক্তির দিক থেকে যথাযথ হয়ে উঠতে পারে না। হিউম একাধিক উদাহরণের সাহায্যে তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। যেমন—একজন চিত্রকর সূক্ষ্ম রুচি এবং ক্ষিপ্র বোধশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারেন যদি তিনি দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন ও বোধশক্তির ক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হন, যদি তিনি জানেন যে রিপুগুলি কিভাবে ক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন ধরনের আবেগ (sentiment) যা সততা ও অসততার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, সেই সম্পর্কে অবহিত হন। এই আভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানের কাজ যত কষ্টদায়ক হোক না কেন, যাঁরা জীবনের প্রকাশ্য এবং বাহ্য দিকটিকে সাফল্যের সঙ্গে বর্ণনা করতে চান তাদের পক্ষে কিছু মাত্রায় এর প্রয়োজন আছে। শারীরবিৎ চোখের সামনে বিকট এবং অমনোরম বস্তুগুলিকে তুলে ধরেন কিন্তু বিজ্ঞানের অর্থাৎ শরীরবৃত্তের বিভিন্ন বিবরণ চিত্রকরের কাছে প্রয়োজনীয়, এমন কি যখন তিনি একজন ভীনাস্ বা হেলেনকে চিত্রিত করেন। যদিও চিত্রকর তাঁর এই শিল্পকলায় সবচেয়ে মনোরম ও উজ্জ্বল রঙগুলিকে কাজে লাগান এবং তার দ্বারা মূর্তিগুলিকে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে চান তবু তাকে মানুষের শরীরের আভ্যন্তরীণ গঠনের প্রতি মনোযোগী হতে হয়। তাঁকে মাংসপেশী, অস্থির কাঠামো এবং প্রতিটি অংশের অথবা অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা এবং আকৃতির দিকে নজর রাখতে হয়।

সহজ দর্শনের পক্ষে অমূর্ত যুক্তিতর্ককে বর্জন করা সম্ভব নয়

হিউম বলেন, সুনির্দিষ্টতা প্রতিটি ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের প্রকাশের পক্ষে সুবিধাজনক, এবং সূক্ষ্ম আবেগ প্রকাশের পক্ষে সঠিক যুক্তি তেমনই প্রয়োজনীয়। বৃথাই আমরা একের

Scanned by CamScanner

উৎকর্ষকে বড় করে দেখতে গিয়ে অপরকে ছোট করতে সচেষ্ট হব। কাজেই স্পষ্ট ও সহজ দর্শনের পক্ষে অমূর্ত যুক্তিতর্ক বা অমূর্ত চিন্তনকে বর্জন করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়টির সহায়তায় প্রথমটি যথাযথ হয়ে উঠতে পারে। যিনি সৌন্দর্যকে চিত্রিত করতে চান, তাঁকে দেখতে হবে তা যাতে যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট হয়। সূক্ষ্ম আবেগকে যিনি প্রকাশ করতে চান, সঠিক যুক্তিকে উপেক্ষা করা তার পক্ষে কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

তাছাড়া, আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, যে-কোন কলা বা পেশার ক্ষেত্রে, এমনকি যেগুলির সঙ্গে জীবনের বা কর্মের বেশী সম্পর্ক, সেগুলির ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্টতার মনোভাব অর্জন করতে পারলে, সেইগুলিকে তাদের পরিপূর্ণতার কাছাকাছি নিয়ে যেতে এবং তাদের সমাজের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারা যায়।

সুনির্দিষ্টতার মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা

কোন দার্শনিক হয়ত সমাজজীবন থেকে অনেক দূরে সরে থাকতে পারেন, কিন্তু যদি একাধিক ব্যক্তি সতর্কভাবে দর্শনের অনুশীলন করে তাহলে দর্শনের বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম বা প্রকৃতি ক্রমশঃ সমগ্র সমাজের মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করবে এবং অন্যান্য কলা ও পেশার ক্ষেত্রে অনুরূপ বিশুদ্ধতা নিয়ে আসবে। রাজনীতিবিদ্ ক্ষমতার পুনর্বিভাগ এবং ভারসাম্য আনার ব্যাপারে অধিকতর দূরদৃষ্টি ও চতুরতা অর্জনে সমর্থ হবে ; ব্যবহারজীবী বা আইনজ্ঞ তার যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রণালীবদ্ধ এবং সূক্ষ্ম নীতির অনুসরণ করবে, সৈন্যাধ্যক্ষ তার নিয়মানুবর্তিতার ক্ষেত্রে অধিকতর নিয়মনিষ্ঠ হবে এবং তার পরিকল্পনা ও তাকে কার্যকর করে তোলার ব্যাপারে অধিকতর সতর্ক হবে। প্রাচীন সরকারের তুলনায় আধুনিক সরকারের স্থায়ীত্ব এবং আধুনিক দর্শনের সুনির্দিষ্টতা অনেক বেড়েছে এবং সম্ভবতঃ অনুরূপ মাত্রায় আরও বাড়বে।

নির্দোষ কৌতূহল পরিতৃপ্তির ব্যাপার ছাড়া, এইসব পাঠের আর যদি কোন সার্থকতা না-ও থাকে, তবু একে অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। মনে করতে হবে যে, সামান্য কয়েকটি নির্দোষ আমোদপ্রমোদ যা মানুষ করে থাকে, এ তারই অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়েই জীবনের সবচেয়ে মধুর এবং নির্দোষ পথের আনাগোনা এবং এই চলার পথে যে কোন ব্যক্তি যদি যে-কোন বাধা দূর করতে পারে বা নতুন

জটিলকে সহজ করার মধ্যে আনন্দ আছে

প্রত্যাশার দ্বার উদ্ঘাটন করতে পারে, তাকে মানবজাতির একজন উপকারী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে। যদিও এই সব গবেষণা কষ্টকর এবং ক্লান্তিকর বলে মনে হতে পারে ; তবু একথা মনে রাখতে হবে যে কিছু ব্যক্তি আছে যারা কঠিন অনুশীলনের মাধ্যমে, যা সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর ও পরিশ্রমের কাজ বলে মনে হয়, তা সম্পাদন করে আনন্দ পায়।

Scanned by CamScanner

এটা ঠিক যে জটিলতা চোখ এবং মনের কাছে খুবই কষ্টদায়ক, কিন্তু পরিশ্রমের সাহায্যে যদি সেই জটিলতাকে সহজ করে তোলা যায়, তাহলে তা অবশ্যই আনন্দকর ও চিত্তাকর্ষক হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু গভীর এবং অমূর্ত দর্শনের ক্ষেত্রে এই দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তা এই নয় যে, এই দর্শন শুধুমাত্র কষ্টকর এবং ক্লান্তিকর, এই দর্শনকে অনিশ্চয়তা এবং ভ্রমের এক অনিবার্য উৎসরূপে গণ্য করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত ও খাঁটি বলে মনে হয় এমন একটি অভিযোগ অধিবিদ্যার একটা বৃহৎ অংশের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয়, সেটি হল অধিবিদ্যাকে যথার্থভাবে বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা চলে না। মানুষের অহংবোধ থেকে উদ্ভূত নিরর্থক প্রচেষ্টা থেকে এর জন্ম যা এমন বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে চায় যা মানুষের বোধের পক্ষে দুরধিগম্য অথবা লৌকিক কুসংস্কার থেকে এর উদ্ভব যা স্বযুক্তির মাধ্যমে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে না পেরে দুর্বোধ্য বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকতে এবং রক্ষা করতে চায়। অধিবিদ্যার এই বিষয়গুলি সব মনেই যে প্রবেশাধিকার পায় তা নয়, তবে অসতর্ক মনে এরা সহজে প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং মনকে ধর্মীয় ভীতি এবং কুসংস্কারে ভরিয়ে তোলে। অনেকে ভীরুতা এবং মূর্খতা-বশতঃ স্বেচ্ছায় এবং শ্রদ্ধাভরে এদের অভ্যর্থনা জানায়।

অভিযোগ ঃ অধিবিদ্যা যথার্থ বিজ্ঞান নয়

কিন্তু এইটাই কি পর্যাপ্ত কারণ যে দার্শনিকেরা এই ধরনের গবেষণা থেকে বিরত হবে এবং মনের মধ্যে কুসংস্কারগুলিকে বিরাজ করতে দেবে? একটা বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই কি যুক্তিযুক্ত মনে হয় না? বৃথাই আমরা আশা করব যে মানুষ, বারংবার হতাশা হয়ে অবশেষে এই অসার (airy) বিজ্ঞানকে বর্জন করবে এবং মানুষের বিচারবুদ্ধির যথাযথ পরিসরটি আবিষ্কার করবে। কারণ অনেক লোক আছে যারা এই ধরনের বিষয়ের আলোচনাতে আগ্রহ দেখায়। তাছাড়া অন্ধ হতাশার কোন স্থান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেই। কেননা পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা যতই অসার্থক বলে নিজেকে প্রমাণ করুক না কেন, তবু আশা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, পরবর্তী যুগের লোকের পরিশ্রম, সৌভাগ্য এবং উন্নত বিচক্ষণতা এমন বিষয় আবিষ্কার করতে পারে যা পূর্ববর্তী লোকদের কাছে অজানা। কাজেই পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে হয়ত কোন নতুন প্রতিভা নতুন করে নিজেকে গবেষণায় নিযুক্ত করবে এবং সেই কাজের জন্য উৎসাহ বোধ করবে।

অধিবিদ্যার আলোচনা সমর্থন

হিউম মনে করেন এই সব জটিল প্রশ্ন থেকে মুক্তি পাবার একটি পদ্ধতি হল মানুষের বোধশক্তির প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কে আন্তরিকভাবে অনুসন্ধানকার্য চালান এবং মানুষের

Scanned by CamScanner

বোধশক্তির ক্ষমতা এবং সামর্থ্যের যথাযথ বিশ্লেষণের দ্বারা এইটুকু প্রমাণ করা যে, মানুষের বোধশক্তি এমন সুদূর দুর্বোধ্য বিষয়ের আলোচনার জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। এই প্রক্রিয়া ক্লান্তিকর হতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার জন্য এই ক্লান্তিকর প্রক্রিয়ার কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবেই। আমরা যথার্থ অধিবিদ্যার অনুশীলন করব খুবই যত্নের সঙ্গে যাতে মিথ্যা এবং কৃত্রিম অধিবিদ্যার বিনাশসাধন করতে পারি। কেউ কেউ আলস্যবশতঃ এই প্রতারণামূলক দর্শনের দিকে ঝোঁকে না, কিন্তু আবার কেউ কেউ কৌতূহলবশতঃ এই দর্শনে আগ্রহ দেখায় এবং কোন কোন সময়ে মনে হতাশা দেখা দিলেও পরবর্তী সময়ে মনে যথার্থ আশা ও প্রত্যাশার আবির্ভাব ঘটে। সব লোকের এবং সব ধরনের মেজাজের পক্ষে সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথ যুক্তি-বিচারই একমাত্র প্রতিকার। সেই দুর্বোধ্য দর্শন এবং আধিবিদ্যক অর্থহীন বাক্য, যা লৌকিক কুসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসতর্ক যুক্তিবাদীদের কাছে দুরধিগম্য বলে প্রতিভাত হয় এবং তা যে বিজ্ঞান এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয় এইরকম কৃত্রিম ভাবের সৃষ্টি করে, সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথ যুক্তি বিচারই তাকে ধ্বংস করতে পারে।

যথার্থ অধিবিদ্যার অনুশীলন

বিচক্ষণ অনুসন্ধান কার্যের মাধ্যমে ঐ অনিশ্চিত এবং অপ্রীতিকর জ্ঞানের বিষয়কে বর্জন করা ছাড়াও, এর আরও কতকগুলি ভাববাচক বা সদর্থক সুবিধা রয়েছে, যেগুলি মানুষের প্রকৃতির ক্ষমতা এবং বৃত্তি সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধানের ফলে দেখা দেয়। মানুষের মনের ক্রিয়ার একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, কোন বিষয় খুব পরিচিতভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেও, যখন তা চিন্তন বা মননের বিষয় হয়ে ওঠে, তখন তা জটিল বা দুর্বোধ্য মনে হয়। চক্ষু সঙ্গে সঙ্গেই সেই সব রেখা এবং সীমারেখাগুলি নিরূপণ করতে পারে না যা তাদের পরস্পরের থেকে পৃথক বা প্রভেদ করতে পারে। বস্তুগুলি এতই সূক্ষ্ম যে ঐ অবস্থায় তারা দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে পারে না। গভীরতর বিচক্ষণতা বা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বুঝে নিতে হবে। এই বিচক্ষণতা বা অন্তর্দৃষ্টি প্রকৃতি-জাত এবং অভ্যাস ও মননের দ্বারা এর উৎকর্ষ সাধিত হয়। মনের বিভিন্ন ক্রিয়াকে জানা, তাদের পরস্পরের থেকে পৃথক করা, তাদের যথাযথ শিরোনামায় শ্রেণীভুক্ত করা, তাদের মনন এবং অনুসন্ধানের বিষয় করে তাদের মধ্যে আপাতঃপ্রতীয়মান বিশৃঙ্খলাকে সংশোধন করা বিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে পরস্পর থেকে পৃথক করা, তাদের সুবিন্যস্ত করার ক্রিয়ার তেমন কোন মূল্য আছে মনে হয় না, কিন্তু মনের ক্রিয়ার ব্যাপারে ঐ একই কার্য যখন সম্পাদিত হয় তখন তার মূল্য অনেক বেড়ে যায়। এই মানসিক ভূগোল (mental geography) অর্থাৎ মনের বিভিন্ন অংশ এবং

Scanned by CamScanner

ক্ষমতার বর্ণনা করা ছাড়া আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যদি সম্ভব নাও হয়, তাহলেও এতটুকু অগ্রসর হওয়ার মধ্যেও পরিতৃপ্তি আছে এবং এই বিজ্ঞান যত স্পষ্ট বলে মনে হয় (এবং এইটি কোন মতেই স্পষ্ট নয়), ততই এর সম্পর্কে অজ্ঞানতা ঘৃণার্হ বলে মনে হবে, তাদের ক্ষেত্রে, যারা দর্শনের অনুশীলন বা জ্ঞানচর্চার ভাণ করে থাকে।

যদি আমরা এমন এক সংশয়বাদ পোষণ না করি যা সব মননক্রিয়া এবং কার্যকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে, তাহলে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে এই বিজ্ঞান অনিশ্চিত এবং কাল্পনিক। মন যে বিভিন্ন বৃত্তি এবং ক্ষমতার অধিকারী, এই ক্ষমতাগুলি যে পরস্পরের থেকে পৃথক এবং তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষণের কাছে যা প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট বলে মনে হচ্ছে তা যে মননের ফলে ভিন্ন বলে গণ্য হতে পারে এবং কাজে কাজেই এই বিষয় সম্পর্কিত বচনগুলির সত্য মিথ্যা হবার যে একটা বিষয় রয়েছে এবং এই সত্যতা ও মিথ্যাত্ব যে মানুষের বোধশক্তির সীমার বহির্ভূত নয়, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এইরকম অনেক সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে যেমন, ইচ্ছা (will) এবং বোধশক্তি (understanding), কল্পনা এবং ভাবাবেগের (parsions) মধ্যে—এই সব পার্থক্য যে-কোন মানুষই উপলব্ধি করতে পারে এবং সূক্ষ্মতর ও অধিকতর দার্শনিক পার্থক্যগুলি কোনভাবেই কম বাস্তব এবং সুনিশ্চিত নয়, যদিও সেইগুলিকে অনুধাবন করা খুব কঠিন। এই সব অনুসন্ধানের ব্যাপারে কতকগুলি সাফল্যের দৃষ্টান্ত, বিশেষ করে যেগুলি সম্প্রতি ঘটেছে, জ্ঞানের এই শাখার সুনিশ্চয়তা এবং সুদৃঢ়তার একটা যথার্থ ধারণা দিতে সমর্থ হবে। যে দার্শনিক সাফল্যের সঙ্গে মনের অংশগুলিকে পৃথক করেছে, যে মনের সঙ্গে আমরা এমন অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত, তাকে কি আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি ?

এই বিজ্ঞান অনিশ্চিত এবং কাল্পনিক নয়

আমরা কি আশা করতে পারি না যে যত্নের সঙ্গে দর্শনের অনুশীলন করা হলে এবং জনসাধারণ দর্শনের প্রতি মনোযোগী হলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে তার ফলে দর্শন তার গবেষণাকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং কিছু মাত্রায়, মানুষের মন কর্মে প্রণোদিত হয় যেসব নীতির এবং গোপন উৎসের দ্বারা তাঁদের আবিষ্কার করতে পারে ? জ্যোতির্বিদ্‌গণ বহু পূর্বে নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের প্রকৃত গতি, শৃঙ্খলা এবং আয়তন ঘটনার ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত একজন দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল যিনি সুযুক্তির ভিত্তিতে যেসব নিয়ম ও প্রাকৃতিক শক্তি গ্রহদের আবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে সেইগুলি নিরূপণ করলেন। প্রকৃতির অন্যান্য অংশগুলি সম্পর্কে অনুরূপ বিষয় সম্পাদিত হয়েছে। সমান দক্ষতা এবং সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদিত হলে

মানসিক শক্তি সম্পর্কে অনুসন্ধানকার্য যত্নের সঙ্গে সম্পাদিত হওয়া দরকার

Scanned by CamScanner

মানসিক শক্তি সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধানকার্যে সমান সাফল্য লাভের ব্যাপারে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। এটা সম্ভব হতে পারে যে, মনের একটি ক্রিয়া এবং নীতি অপরটির উপর নির্ভর, যাকে আবার একটি ব্যাপকতর সার্বিক নীতিতে বিশ্লেষিত করা যায়।

কতদূর পর্যন্ত এই গবেষণাকে এগিয়ে নেওয়া যাবে, হিউমের মতে, সতর্ক পরীক্ষার পূর্বে এমন কি পরেও তা নিরূপণ করা কঠিন। এটা সুনিশ্চিত যে, এই ধরনের প্রচেষ্টা রোজই করা হচ্ছে, এমন কি সেই সব ব্যক্তিদের দ্বারা যারা অত্যন্ত অবহেলাভরে দার্শনিক চিন্তনে ব্রতী। যা প্রয়োজন তা হল খুব যত্ন এবং মনোযোগ সহকারে এই উদ্যোগে অগ্রসর হওয়া। যদি এটি মানুষের বোধশক্তির সীমার বা আওতার মধ্যে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত একে ভালভাবেই লাভ করা যাবে। আর যদি তা না হয়, তবে সুনিশ্চিতভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে তাকে বর্জন করা সম্ভব হবে। শেষ সিদ্ধান্তটি বাঞ্ছিত নয়, হঠকারীতার সঙ্গে একে গ্রহণ করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা এরূপ একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে এই ধরনের দর্শনের সৌন্দর্য এবং মূল্য আমরা হ্রাস করতে যাব কেন? অসংখ্য ধরনের ক্রিয়া, যা আমাদের অনুমোদন লাভ করে, বা করে না সেইগুলি প্রত্যক্ষ করে নীতিবিদ্‌রা একটি সার্বিক সাধারণ নীতি অনুসন্ধানের জন্য অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, যে নীতির উপর বিভিন্ন ধরনের আবেগ নির্ভর করে। যদিও সময় সময় তাঁরা একটি সার্বিক সাধারণ নীতি নিরূপণ করার আগ্রহের আতিশয্যে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছেন; তবু এটা স্বীকার করা যেতে পারে যে পাপ-পুণ্য বা সদাচার ও অসদাচার নির্ধারণের ব্যাপারে এমন কতকগুলি সাধারণ নীতি অনুসন্ধানের প্রত্যাশা করছেন বলে তাদের আগ্রহের আতিশয্যকে ক্ষমা করা যেতে পারে। সমালোচক, যুক্তিবিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদ্‌-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের প্রচেষ্টা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা বলা ঠিক হবে না, যদিও সুদীর্ঘ সময়, অধিকতর সুনির্দিষ্টতা, অধিকতর আন্তরিক প্রয়োগকার্য এইসব বিজ্ঞানকে তাদের পূর্ণতার কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে।

যত্নসহকারে এই গবেষণা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন

মানুষের প্রকৃতি-বিষয়ক যুক্তি-তর্ক অমূর্ত এবং দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা মিথ্যা। অপর পক্ষে, এটা অসম্ভব মনে হয় যে, যেটা এ যাবৎ জ্ঞানী এবং পণ্ডিত দার্শনিকদের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠেনি সেটা খুবই স্পষ্ট এবং সহজ। এই সব গবেষণা যতই কষ্টকর মনে হোক না কেন, যদি ঐ উপায়ে আমরা আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে, এইরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কিছু নতুন বিষয় যোগ করে দিতে পারি তাহলে আমরা

মানুষের প্রকৃতি-বিষয়ক যুক্তিতর্ক অমূর্ত এবং দুর্বোধ্য হলেও মিথ্যা নয়

Scanned by CamScanner

লাভের দিক থেকে নয়, সন্তোষ লাভ করার দিক থেকে নিজেদের পুরস্কৃত বলে মনে করতে পারি।

এই সব বিষয় সম্পর্কে মননকার্য অমূর্ত হওয়াতে যাঁরা এ কাজে নিযুক্ত তাঁদের পক্ষে কাজটি বেশ অসুবিধাজনক এবং উপযুক্ত যত্নের সাহায্যে এই অসুবিধাকে দূর করা যেতে পারে। হিউম বলেন যে, সব রকম অপ্রয়োজনীয় বিস্তৃত বিবরণকে এড়িয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থে এই বিষয়গুলির উপর কিছু আলোকপাত করার জন্য চেষ্টা করেছেন, যে বিষয়গুলির অনিশ্চয়তা জ্ঞানী ব্যক্তিকে এবং দুর্বোধ্যতা অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিষয়গুলির আলোচনা থেকে বিরত করেছে।

হিউম বলেন যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের দর্শনের সীমারেখাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি তাহলে তা হবে এক সুখের ব্যাপার। আমাদের লক্ষ্য হবে অনুসন্ধানকার্যের সুগভীরতাকে সুস্পষ্টতার সঙ্গে এবং নতুনত্বের সঙ্গে সত্যতাকে সমন্বিত করা। আরও সুখের ব্যাপার হবে যদি এইভাবে যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচার করতে গিয়ে আমরা একটা দুর্বোধ্য দর্শনের ভিত্তিকে যে, দুর্বোধ্য দর্শন এতদিন যাবৎ কুসংস্কারকে আশ্রয় দিয়েছে এবং অসঙ্গতি এবং ভ্রান্তিকে ঢেকে রেখেছে তার ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলতে পারি অর্থাৎ কিনা তাকে সহজবোধ্য করে তুলতে পারি।

Scanned by CamScanner